ফরি প্রশকিষ্ণ, তবুও প্রত্যাশতি ফল নইে, কনে?

লখেক: প্রকৌশলী মোহা. আব্দুল মান্নান | প্রকাশতি: 15 October 2026, 11:04 AM | বভিাগ: উদ্যোক্তা উন্নয়ন



দশেে লক্ষ লক্ষ শক্ষিতি বকোর। অন্যদকিে বভিন্নি প্রতষ্ঠিান তাদরে চাহদিা মতো কর্মী খুঁজে পাচ্ছে না। একদকিে বকোর এবং আরকেদকিে কর্মী খুঁজে না পাওয়ার বড় কারণ হলো দশেে দক্ষ লোকরে প্রচন্ড অভাব। এডবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ সরকারি ও বসেরকারি অর্থায়নে বভিন্নি উপায়ে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার জন্য অবরিাম চষ্টো চলছে। তথাপি দক্ষ কর্মী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডোনার এজন্সি থকেে সরকারি ও বসেরকারি প্রতষ্ঠিান আর্থকি সহায়তা নয়িে বকোর ছলেমেয়েদেরে প্রশকিষ্ণ দয়িে কর্মসংস্থানরে পথ সুগম করার চষ্টো করছে। বভিন্নি ইন্ডাস্ট্ররি চাহদিা পূরণরে চষ্টো করছে। কোনো কোনো ক্ষত্রেে প্রশকিষ্ণ দয়িে উদ্যোক্তা তরৈরি জন্য উৎসাহতি করছে। কন্তিু কছিুতইে কছিু হচ্ছে না। বকোররে সংখ্যা যইে তমিরিে ছলি সখোনে থমেে থাকলওে হতো, কন্তিু দনিে দনিে এই তালকিা দীর্ঘ থকেে আরও দীর্ঘ হচ্ছে।

কনে প্রশকিষ্ণ কাজে আসছে না?

আমার কর্মজীবনরে অনকেটা সময় কটেছে মানবসম্পদ উন্নয়ন নয়িে। বশিষে করে ট্রনেংি প্রোগ্রাম নয়িে কাজ করার অনকে বছররে অভজি্ঞতা রয়ছে আমার। এই ট্রনেংি প্রোগ্রামরে অনকেগুলো ছলি সম্পূর্ণ ফ্রি। শুধু ফ্রি ট্রনেংি নয়, বরং যাঁরা ট্রনেংি নতিে এসছে তাঁদরে ভাতাও দওেয়া হয়ছে। বভিন্নি তথ্য-উপাত্ত বশি্লষেণে দখো গছে যাঁরা ট্রনেংি নতিে এসছে তাঁদরে অনকেরে জীবনে সুনর্দিষ্টি কোনো লক্ষ্য ছলি না। অনকেে ট্রনেংি নয়িছে শুধু ভাতা পাওয়ার জন্য। তাঁদরে ভাবনাটা এমন ছলি, বকোর অবস্থায় যা পাওয়া যায় সটোই লাভ। কন্তিু ওই ট্রনেংি নয়িে নজিকেে যোগ্য ও দক্ষ হসিবেে গড়বে এমন মনোভাব খুব বশেি প্রশকি্ষণার্থীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদরে মধ্যে এমন মনোভাব খুঁজে না পাওয়ার যথষেট্ট কারণ রয়ছে। আমার কাছে মনে হয়ছে এদরে ফাউন্ডশেন বা শকি্ষার ভত্তিটিাই খুব দুর্বল। আমরা যদি এদরে প্রাইমারী এডুকশেনরে কথা ববিচেনা করি তাহলে দখো যাবে ওই স্তরে এদরে যে ধরনরে পড়ালখো করা উচতি ছলি সটো হয়নি। না হওয়ার পছেনে নানা কারণ কাজ করতে পার। কন্তিু বাস্তবতা হলো এরা মানসম্পন্ন শকি্ষা পায়নি। ফলে এদরে ভত্তিটিাই দুর্বল। এরা বয়সে বড় হলওে দুর্বল ভত্তিরি কারণে চন্তিাশক্তি বাড়নে।ি এদরে ভবষি্যৎ দখোর ক্ষমতা, ক্যারয়িার গড়ার দৃষ্টভিঙ্গি খুবই দুর্বল। ফলে এরা বুঝতে পারে না এই প্রশকি্ষণগুলো কভিাবে তাঁদরে জীবন বদলে দতিে পার।

যাঁরা প্রশকি্ষণ নতিে আসে তাঁদরে আরকেটি বড় সমস্যা হলো এদরে মধ্যে অধকিাংশই বহুমাত্রকি লক্ষ্য নয়িে জীবনে এগোতে চায়। যমেন একদকিে হয়তো ডজিটিাল মার্কটেংিয়রে ওপর প্রশকি্ষণ নচি্ছ। আবার অন্যদকিে সরকারি চাকররি জন্য আবদেন করছ। সখোনওে কোনো নর্দিষ্টি লক্ষ্য নইে। বসিএিস, সরকারি প্রাইমারী স্কুল, এমনকি অফসি সহকারী পদওে আবদেন করছ। এদরে মধ্যে অনকেে আবার মধ্যপ্রাচ্য কংিবা মালয়শেয়িা যাওয়ার চষ্টো করছ। বভিন্নি দকিে দৌঁড়ঝাপ দওেয়ার প্রবনতার কারণে প্রশকি্ষণ শষেে ভালো কোনো ফল বয়ে আনতে পারছে না। আরকেটি বড় সমস্যা হলো যাঁরা বকোর তাঁদরে মধ্যে অধকিাংশই সর্ট-কাট পদ্ধততিে এগয়িে যাওয়ার চষ্টো কর। অথচ তাঁরা এটা বুঝতে চায় না অথবা বুঝতে পারে না জীবনে সর্ট-কাট বলে কছিু নইে। নজিকেে বড় করতে হল, নজিকেে প্রতষ্ঠিতি করতে হলে নয়িমতান্ত্রকিভাবইে এগয়িে যতেে হব।

ভালো ফল পতেে হলে

প্রশকি্ষণ থকেে ভালো ফল পতেে হলে আমাদরে কারগিরি শকি্ষার সলিবোস, প্রশকি্ষণ পদ্ধতি সহ প্রতটিি জায়গায় ব্যাপক পরবির্তন প্রয়োজন। দশেে অনকেগুলো কারগিরি শকি্ষাপ্রতষ্ঠিান এবং বৃত্তমিূলক প্রশকি্ষণকন্দ্র রয়ছে। কন্তিু এগুলোর সলিবোস এবং প্রশকি্ষণরে ধারা এখনো আগরে মতোই রয়ছে। শল্পিরে চাহদিার সাথে সলিবোস এবং প্রশকি্ষণ পদ্ধতি মানানসই নয়। ফলে অনকেে প্রশকি্ষণ নয়িওে কর্মসংস্থানরে ব্যবস্থা করতে পারছে না। প্রশকি্ষণ নয়িওে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না এই সংবাদটি যখন বকোরদরে মধ্যে ছড়য়িে পড়ছে তখন প্রশকি্ষণরে প্রতি অনকেরে মধ্যে অনীহা তরৈি হচ্ছ। এছাড়া আমাদরে দশেে ভালো মানরে প্রশকি্ষকরে তীব্র অভাব রয়ছে। বশিষে করে আইটি এবং

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়রে ক্ষত্রেে এই অভাব খুব বশেি।

আমাদরে দশেে কোন ধরনরে কর্মীর চাহদিা কত এবং বাজারে যোগান কত এর কোনো তথ্য-উপাত্ত নইে। প্রশক্ষিণকন্দ্রে এবং বভিন্নি শল্পিপ্রতষ্ঠিানরে মধ্যওে কোনো সংযোগ নইে। ফলে অধকিাংশ ক্ষত্রেইে কউে বুঝতে পারছে না কোন ধরনরে প্রশক্ষিণ দওেয়া প্রয়োজন এবং কতজনকে দওেয়া প্রয়োজন। এখানে তনি পক্ষরে মধ্যে একটি সমন্বয় থাকা খুব জরুরি বশিষেকরে শল্পিপ্রতষ্ঠিান এবং প্রশক্ষিণকন্দ্রে এই পক্ষরে মধ্যে সমন্বয় অধকি প্রয়োজন। আমরা এখানে একটি উদাহরণ টনেে আনতে পারি। ধরা যাক স্পনিংি মলিরে কথা। স্পনিংি মলিে তুলা থকেে সুতা তরৈি হয়। ওখানে বড় বড় পদে টক্সেটাইল ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করনে। কন্তিু শুধু তাঁদরে দয়িে স্পনিংি মলি চলে না। ইঞ্জিনিয়ারদরে কাজ ছাড়াও সখোনে বভিন্নি ধরনরে টকেনকি্যাল কাজ রয়ছেে। ওই কাজরে জন্য ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রয়োজন নইে। কন্তিু কাজরে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। একটি প্রশক্ষিণকন্দ্রে যদি অন্তত দশটি স্পনিংি মলি ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তাহলে সখোনে একটি তথ্যচত্রি ফুটে উঠব। ওই তথ্যচত্রি থকেে জানা যাবে একটি স্পনিংি মলিে ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কোন ধরনরে টকেনকি্যাল কর্মী প্রয়োজন।

বর্তমানে মলিগুলো ওই কর্মীদরে কভিাবে যোগাড় করছ। এ ধরনরে কর্মীদরে প্রতষ্ঠিান ত্যাগ করার হার কমেন। প্রতবিছর কতজন কর্মী অবসরে যাচ্ছনে। কতজন কর্মী পদোন্নতি পয়েে ওপররে পদে যাচ্ছনে। শূন্য পদগুলো কভিাবে পূরণ হচ্ছ। কর্মী পাওয়ার জন্য প্রতষ্ঠিানগুলোকে কতটা বগে পতেে হচ্ছ। অন্য প্রতষ্ঠিান থকেে সহজইে কর্মী পাওয়া যাচ্ছে কনিা। এভাবে বভিন্নি তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার পর প্রশক্ষিণকন্দ্রগুলো বুঝতে পারবে স্পনিংি মলিগুলোতে যে ধরনরে কর্মী প্রয়োজন ওই চাহদিা অনুযায়ী প্রশক্ষিণকন্দ্র থকেে কর্মী যোগান দওেয়ার কোনো সুযোগ আদৌ আছে কনিা। যদি সুযোগ থাকে তাহলে দখেতে হবে প্রশক্ষিণকন্দ্ররে ওই মানরে প্রশক্ষিণ দওেয়ার সক্ষমতা আছে কনিা। অর্থাৎ প্রশক্ষিণ দওেয়ার মতো প্রশক্ষিক এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবধিা আছে কনিা। যদি সটো থাকে তাহলে এবার টার্গটে করে প্রশক্ষিণ দওেয়ার জন্য লোক খুঁজতে হব। টার্গটে করতে হবে এই জন্য, যাঁকে-তাঁকে প্রশক্ষিণ দলিে সে হয়তো ওই ধরনরে কাজরে প্রতি পরবর্তীতে আগ্রহী নাও হতে পার। এ কারণে যাঁরা ওই ধরনরে কাজরে প্রতি শতভাগ কমটিডে তাঁদরেকে খুঁজে বরে করে প্রশক্ষিণ দতিে হব। তবে প্রশক্ষিণ দওেয়ার পূর্বে তাঁদরে জন্য একটি ক্যারয়িার রোড-ম্যাপ তরৈি করতে হব। এই রোড-ম্যাপ থকেইে তাঁরা জানতে পারব, বুঝতে পারব, কভিাবে তাঁদরে পদোন্নতি হবে এবং ক্যারয়িার গড়ে উঠব।

সংখ্যা নয়, এখন মান প্রয়োজন

সরকারি, বসেরকারি উভয় পর্যায় থকেে সারা দশেব্যাপি ব্যাপক প্রশক্ষিণ কার্যক্রম চলছ। এই ধারা অনকে বছর ধরইে চলে আসছ। কন্তিু দশেে বকোররে সংখ্যা কমছে না। বরং দনি দনি বড়েে চলছে। প্রতটিি

পর্যায় থকেে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে কত হাজার আর কত লাখ বকোর ছলেমেয়েকেে প্রশকি্ষণ দওেয়া হয়ছে। কনি্তু তারপরওে বকোরত্বরে গ্লানি থকেে অধকিাংশরেই মুক্তি মলিছে না। এই না মলোর পছেনে প্রশকি্ষণরে মান নয়িে বড় একটি প্রশ্ন রয়ছে। এ কারণে আমি মনে করি এখন আর সংখ্যা নয়, বরং গুণগত মানরে প্রতি বশেি মনোযোগ দওেয়া প্রয়োজন। একইসাথে প্রশকি্ষণরে সময়কাল নয়িওে চনি্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এক মাস, দুই মাস, এমনকি তনি মাস নয়। যদি এক, দড়ে় বা দুই বছর সময়কাল ধরে প্রশকি্ষণ দওেয়া যায় তাহলে শখোর পরমিাণ যমেন বাড়ব,ে ঠকি তমেনি যাঁরা প্রশকি্ষণ নবেনে তাঁদরে আত্ম-বশি^াসও তরৈি হব।ে এদরে নয়িে প্রতষ্ঠিানগুলোও লাভবান হব।ে এই বষিয়গুলো গুরুত্ব দয়িে চনি্তা-ভাবনা করার এখনই সময়।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।ে